২.৪. বিশুদ্ধ সংবেদন কী সম্ভব ?

Ans→ বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব কি? এই প্রশ্নের একাধিক উত্তর লক্ষ্য করা যায়। মনোবিজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বয়স্ক ব্যক্তিদের বিশুদ্ধ সংবেদন হয় না, কেননা তারা যে সংবেদনই লাভ করুক না কেন অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে তারা ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। যেমন, যখন কোনো রঙের সংবেদন হয় তখনই আমরা তাকে কোন জামার রঙ বা কোন ফুলের রঙ বলে বুঝতে পারি। সংবেদন ও প্রত্যক্ষের এত নিবিড় সম্পর্ক যে একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক করা যায় না। যেমন - কোন বস্তুর রঙ আছে অথচ আকার নেই, বা আকার আছে রঙ নেই এরকম আমরা ভাবতেই পারি না। এদের চিন্তাকে পৃথক করা গেলেও বাস্তবে পৃথক করা যায় না। ডঃ ওয়ার্ড সেই কারণে বলেছেন মনোবিজ্ঞানিক দিক থেকে বিশুদ্ধ সংবেদন হল এক অলীক বস্তু।

অনেক মনোবিদ বলেন, সদ্যোজাত শিশুদের অতীত কোন অভিজ্ঞতা থাকে না বলে তাদের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সংবেদন হয়। সদ্যোজাত শিশুদের অতীত অভিজ্ঞতার অভাবে যে সব উদ্দীপনা ঘটে, সেই সব উদ্দীপনা ব্যাখ্যাত হয় না, তাই অর্থহীন রূপে দেখা যায়। মনোবিদ জেমস এর মতে নবজাত শিশুর চেতনা 'জট পাকানো অস্পষ্ট অব্যক্ত অর্থহীন চেতনা'; অতীত অভিজ্ঞতার অভাবে তাদের চেতনা এক নির্বিশেষ চেতনা, অর্থাৎ বিশুদ্ধ সংবেদন। কিন্তু শিশুরা সত্যিই বিশুদ্ধ সংবেদন লাভ করে — এটি একটি আনুমানিক ধারনা মাত্র।

মনোবিদ স্টাউটের মতে বয়স্ক ব্যক্তিদেরও অনেক সময় বিশুদ্ধ সংবেদন হয়। যেমন রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ পরিচিত ব্যক্তি কিনা, পরে বুঝতে পেরে তার দিকে ফিরে তাকাই। প্রথমের যে চেতনাটা ছিল সেটাই হল বিশুদ্ধ সংবেদন।

কিন্তু এখানেও বিশুদ্ধ সংবেদন হয়নি। কেননা পরিচিত ব্যক্তিকে পরিচিত বলে না জানলেও সে যে মানুষ এই বোধ তো ছিল? যেহেতু সংবেদনের প্রত্যক্ষ দিয়ে ব্যাখ্যা হয়ে গেছে তাই এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সংবেদন হয়নি। বিশুদ্ধ সংবেদন বাস্তবে সম্ভব নয় বলে এর অস্তিত্ব নেই বলেই মেনে নিতে হবে।

* Suggested Reading: আধুনিক মনোবিজ্ঞান — শুভ্রা সেনগুপ্ত।

Scanned with CamScanner

3.Q. স্মৃতির উপাদানগুলি কি কি? PP

Ans→ মনোবিদ উডওয়ার্থ স্মৃতির চারটি উপাদানের কথা বলেছেন। যথা- ① শিক্ষন, ② ধারনা বা সংরক্ষন ③ ③ পুনরুদ্রেক এবং ④ পরিজ্ঞান ও বা প্রত্যভিজ্ঞা।

① শিক্ষন → স্মৃতির প্রথম স্তর হল শিক্ষন। শিক্ষন ছাড়া স্মরন ক্রিয়া অসম্ভব। যে বস্তু আমরা আগে দেখিনি কিংবা যে বিষয় আমরা আগে শিখিনি এবং যার সম্বন্ধে আমাদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই তার স্মৃতি সম্ভব নয়, কোন কিছু দেখার পর তার একটা প্রতিচ্ছবি আমাদের মনের মধ্যে আঁকা হয়ে যায়। তাই আমরা পূর্বের দেখা বিষয়টিকে বর্তমান চেতনার মধ্যে ~~ফিরে~~ সহজে আনতে পারি। তাই স্মৃতির প্রথম শর্ত হল শিক্ষন। স্মৃতির সাহায্যেই আমাদের দেখা বিষয় বস্তুর যথার্থ যাচাই করা সম্ভব।

② সংরক্ষন → স্মৃতির দ্বিতীয় উপাদান হল সংরক্ষন। যদিও স্মৃতির ক্ষেত্রে শিক্ষন অবশ্যই প্রয়োজনীয় তবু কিন্তু শিখলেই হবে না, শেখা বিষয়কে মনের মধ্যে ধরে রাখতে না পারলে তাকে স্মরন করার কোনো কথাই ওঠে না বা উঠতে পারে না। শেখা বিষয়কে মনের মধ্যে ধরে রাখার নামই হল সংরক্ষন। অতীতের ~~কথা~~ শেখা বিষয়কে বা সংগৃহীত অভিজ্ঞতাকে আমরা স্মরন চিহ্ন (Memory Trace) আকারে মনের মধ্যে সংরক্ষন করে রাখি। আমাদের মস্তিষ্কের গঠন ও প্রকৃতির উপর মনের সংরক্ষন ক্ষমতা অনেক খানি নির্ভরশীল।

③ পুনরুদ্রেক :- স্মৃতির তৃতীয় উপাদান হল পুনরুদ্রেক বা পুনরুজ্জীবন, শেখা বিষয়কে মনের মধ্যে শুধু ধারনা বা সংরক্ষন করলেই তাকে স্মৃতি বলা যায় না। শেখা বস্তুকে প্রয়োজনমত যথাযথ ভাবে স্মরন করা চাই। অতীত অভিজ্ঞতাকে মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলা বা যথাযথ ভাবে মনে করাই হল পুনরুদ্রেক বা পুনরুজ্জীবন বলা হয়ে থাকে। উপযুক্ত উদ্দীপকের সাহায্যে আমরা অতীত অভিজ্ঞতাকে পুনরুদ্রেক করতে পারি। শিক্ষন ও সংরক্ষনের মতো পুনরুদ্রেক ও কতকগুলো শর্তের উপর নির্ভরশীল।

④ পরিজ্ঞান (প্রত্যভিজ্ঞা) :- স্মৃতির সর্বশেষ উপাদানটির নাম হল পরিজ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা। পরিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি পুনরায় জানা বা চিনে নেওয়া। পূর্বে দেখা বা শেখার বস্তুকে পূর্ব জ্ঞাত হিসাবে চিনতে পারার নামই হল পরিজ্ঞান।

Scanned with CamScanner

যেমন - বাতকগুলো অজানা বিষয়ের মধ্যে যদি কোন দেখা বা জানা কিংবা দেখা বিষয় লুকিয়ে থাকে তাহলে আমরা পূর্বের জানা বিষয়টিকে সহজে চিনতে পারি, যদি পূর্বের দেখা বা দেখা বস্তুকে পূর্বজ্ঞাত হিসাবে চিনতে না পারি তাহলে সেক্ষেত্রে স্মৃতি হয়েছে, একথা বলা যায় না। পুনরুদ্রেকের তুলনায় পরিজ্ঞান অনেক সহজ হলেও এটি স্মৃতির যে একটি প্রয়োজনীয় শর্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

4.৪. স্বপ্নবৃত্তি বলতে কি বোঝ? P

Ans-> স্বপ্নবৃত্তিঃ- যে সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে নির্জ্ঞান স্তরের অবদমিত কামনা - বাসনা গুলো সচেতন স্তরে উপস্থিত হয় সেই সব প্রক্রিয়াকেই স্বপ্ন বৃত্তি বলে। ফ্রয়েড তাঁর গ্রন্থে বেশ কয়েকটি স্বপ্নবৃত্তি বা স্বপ্ন কৌশলের উল্লেখ করেছেন, এদের মধ্যে চারটি প্রধান। এগুলো হল- প্রতীকীকরন, নাটকীকরন, সংক্ষেপন এবং অভিক্ষান্তি। ফ্রয়েডের মতে যখন নির্জ্ঞান স্তরের কামনা - বাসনা গুলো সচেতন স্তরে উপস্থিত হয় তখন সেগুলো কতকগুলো প্রতীকের রূপ গ্রহন করে, ফ্রয়েড তাঁর গ্রন্থে এই জাতীয় প্রতীকের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। যেমন- রাজা - রানী হল স্বপ্ন দ্রষ্টার মা বাবার প্রতীক, ছোট প্রাণী হল ভাই বোনের অবদমিত কামনা-বাসনাগুলো নাটকীয় আকারে স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আবার বাস্তব জীবনের কোন বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির অনুভূতি স্বপ্নে অন্য বস্তু বা ব্যক্তিতে স্থানান্তরিত হতে পারে। একেই বলের অভিক্ষান্তি। যেমন - বাস্তব জীবনে রামের উপর রাগ, স্বপ্নে শ্যামের সঙ্গে ঝগড়ার মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে।

ফ্রয়েডের মতে প্রাপ্ত বয়স্কদের মনের নির্জ্ঞান স্তরের অবদমিত কামনা- বাসনা গুলো ছদ্মবেশ ধারন করে অনেক সময় স্বপ্নের আসল অর্থকে বোঝা দুষ্কর করে তোলে। তাঁর মতে স্বপ্নের দুটি দিক আছে - ব্যক্ত এবং অব্যক্ত। স্বপ্নের প্রকাশিত রূপকে ব্যক্ত রূপ বলা হয় এবং এই প্রকাশিত দিকটির মাধ্যমে যে অবদমিত কামনা - বাসনার পরিতৃপ্তি ঘটে তাকে স্বপ্নের অব্যক্ত রূপ বলা হয়। ফ্রয়েডের মতে বয়স্কদের স্বপ্নের ব্যক্ত রূপটি যাই হোক না কেন অব্যক্ত রূপটি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যৌন কামনা মূলক।

৫.৪. সাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়া বলতে কী বোঝ?

<u>সাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়া</u> :- শিখন বলতে আমরা বুঝি পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধানের মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন ও বর্তমানের আচরণের মধ্যে পরিবর্তন সাধন। প্যাভলভের মতানুসারে প্রাণীর শিখন হল একপ্রকার সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার শৃঙ্খল। তিনি বলেন, সাপেক্ষ প্রতিবর্ত মতবাদের মাধ্যমেই শিখন প্রক্রিয়াকে যথার্থ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্যাভলভের মতে, এই মতবাদের মূল কথা হল, স্বাভাবিক উদ্দীপকের প্রয়োগ করলে আমরা তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখি। কিন্তু কৃত্রিম ভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে প্রাণী কিভাবে অনুবন্ধ স্থাপন করে সে বিষয়ে তিনি পরীক্ষা করেন, কুকুরের স্বাভাবিক উদ্দীপক হল খাদ্যবস্তু এবং তা মুখে যাওয়ার পর লালা ক্ষরণ হল একটি সরল বা নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া। এবার তিনি লক্ষ্য করলেন খাবার ছাড়াও কেবলমাত্র খাবার বাটি, এমনকি যে রোজ খাবার দেয় তাকে দেখেও কুকুরের লালা নিঃসরণ হয়। প্যাভলভ এইবার কৃত্রিম উদ্দীপকের মাধ্যমে স্বাভাবিক উদ্দীপকের কাজ করিয়ে নিলেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন খাবার দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে যদি ঘন্টাধ্বনি করা হয় তাহলে ঘন্টার আওয়াজেই কুকুরের লালা ঝরবে। কিছুদিন খাবার বন্ধ করে শুধুমাত্র ঘন্টাধ্বনি করার ফলেও কুকুরটির লালা নিঃসরণ হত। অবশ্য ঘন্টা বাজার পর খাবার না পেলে বেশ কিছুদিন পরে কুকুরটি এই কৃত্রিম উদ্দীপককে সাড়া দিতে ভুলে যাবে।

কৃত্রিম উদ্দীপকের দ্বারা প্রাণীকে উদ্দীপিত করার প্রক্রিয়াকে সদর্থক সাপেক্ষ ক্রিয়া বলে। কৃত্রিম উদ্দীপকের সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্দীপক না পেলে প্রাণী ঐ কৃত্রিম উদ্দীপককে এড়িয়ে চলে একে বলে নঞর্থক সাপেক্ষ ক্রিয়া।

* <u>Suggested Reading</u>: মনোবিদ্যা — নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

মনোবিদ্যা, শরীরবাদ ও তার বিকাশ — শচীন্দ্রনাথ মিত্র।
যাদবপুর কর্মবিদ্যা গ্রন্থমালা

Q.5. চেতনার ক্ষেত্র ও প্রান্ত উল্লেখ কর।

Ans.→ আমাদের চারপাশের বিষয় বস্তুর মধ্যে কোনটিতে আমাদের চেতনা থাকে বেশী বা সুস্পষ্ট, আবার কোনটিতে কম বা অস্পষ্ট। তাই পরিমাণগত দিক থেকে চেতনার ক্ষেত্র বা পরিসরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হল কেন্দ্র ও অন্যটি হল প্রান্ত। যে বস্তু বা বিষয়ে আমাদের চেতনা কেন্দ্রীভূত থাকে অর্থাৎ যে বস্তু সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকে তাকে বলা হয় চেতনার কেন্দ্র। আবার চেতনার যে অংশের প্রতি ~~আমাদের~~ আমরা মনোযোগ দিই না অর্থাৎ আমাদের অস্পষ্ট ধারণা থাকে তাকে বলা হয় চেতনার প্রান্ত। চেতনার কেন্দ্র থেকে শুরু করেও প্রান্তদেশ পর্যন্ত পরিসরকে চেতনার ক্ষেত্র বলা হয়।

Q.6. বুদ্ধি সম্পর্কে বিনে সিঁমো অভীক্ষা উল্লেখ কর? P

Ans.→ বুদ্ধির ~~পরিমাপের~~ পরিমাপ সম্পর্কে নানা প্রয়াস অতীতে লক্ষিত হলেও, সেইসব প্রচেষ্টাকে যথার্থ ~~অর্থে~~ অর্থে বৈজ্ঞানিক ~~আখ্যা~~ আখ্যা দেওয়া যায় না। বুদ্ধির পরিমাপ নির্ধারণ সম্পর্কে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ফরাসী মনোবিদ আলফ্রেড বিনের মধ্যে। নানা বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুদ্ধির মান নির্ধারণ করার জন্য ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বিনে এবং তাঁর সহকর্মী সিঁমো একটি স্কেলের প্রবর্তন করেন যেটিকে যথার্থ অর্থে বৈজ্ঞানিক ও নির্ভরযোগ্য বলা যায়, তাঁদের নামানুসারে এটি বিনে-সিঁমো স্কেল নামে পরিচিত। এটির বৈশিষ্ট্য হল, এতে ক্রমোচ্চ ধারার ৩০টি প্রশ্ন একক হিসেবে প্রথমে সহজ, তারপর একটু কঠিন এবং সবশেষে খুব কঠিন এই রকম ধাপে সাজানো ছিল। এর প্রশ্নগুলো ছিল বিভিন্ন ধরনের যেমন - কোন বস্তুর নাম, বস্তুদের পারস্পরিক সম্পর্ক, কোন চিত্র দেখিয়ে তাদের বর্ণনা ইত্যাদির সাহায্যে তাদের উত্তর চাওয়া হত। কিন্তু প্রাথমিক পর্বে এই স্কেলের যে ত্রুটি ছিল তা হল, প্রশ্নগুলোকে শিশুদের বয়স অনুযায়ী পরপর সাজানো ছিল না।

পরবর্তী কালে বিনে- সিঁমো এই স্কেলের অসম্পূর্ণতার বিষয়টি অনুধাবন করে শিশুদের বয়স অনুযায়ী পরপর সাজানো ছিল না।

P.T.O →

Scanned with CamScanner

পরবর্তীকালে বিনে ও সিমোঁ এই স্কেলের অসম্পূর্ণতার বিষয়টি অনুধাবন করে শিশুদের বয়ঃক্রম অনুসারে প্রশ্নগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন। এই পরীক্ষাই প্রকৃত অর্থে বিনে সিমোঁ বুদ্ধি পরিমাপক পরীক্ষা বলে মান্য হয়েছিল। তিন বছর থেকে শুরু করে পনেরো বছর পর্যন্ত শিশু ও বালকদের উপযোগী প্রশ্নগুলি পরপর সাজানো ছিল। প্রশ্নগুলোর বৈশিষ্ট্য হল যে প্রথমে সহজ তারপর কঠিন, তারপর আরও কঠিন এইভাবে শেষে ছিল সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন।

এর থেকে যে বিষয়টি বেরিয়ে আসে তা হল বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের বুদ্ধি বা মানসিক ক্ষমতার ও বুদ্ধির সাধন ঘটে এবং আরো বোঝা যায় যে, শিশুদের মানসিক ক্ষমতা সকলের একরকম নয়।

7.8. চেতন ও অবচেতন স্তরের মধ্যে কি পার্থক্য?

Ans→ মনোবিজ্ঞানীরা মনের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। যথা - চেতন স্তর, অবচেতন স্তর এবং অচেতন বা নির্জ্ঞান স্তর। যে বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি অর্থাৎ যে বস্তু বা বিষয়টি আমাদের চেতনস্তর। চেতন মন সব সময় বাস্তব জগতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলে। শৃঙ্খলা, সংহতি এবং সামাজিক দিক থেকে ভালো - মন্দের অনুভূতি হল চেতন স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্টাউট, সালি প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীর মতে মনের যে স্তরটি চেতনার কেন্দ্রস্থল থেকে চেতনার প্রান্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত তাকে বলা হয় অবচেতন স্তর। মনোবিজ্ঞানী জেমস অবচেতন স্তরকে চেতনার প্রান্তদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। চেতনার কেন্দ্রস্থলের চারিদিকে যে অস্পষ্ট চেতনা প্রান্ত-দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত তাকেই বলা হয় অবচেতন স্তর। এই স্তরটি চেতনার কেন্দ্রস্থলে বিরাজ না করলেও চেতনার ক্ষেত্র বহির্ভূত নয়।

Scanned with CamScanner

৪৫. থর্নডাইকের মতে শিখনের প্রধান সূত্রগুলি উল্লেখ কর?

① **অনুশীলনের সূত্র:-** থর্নডাইক বলেন যে, যদি কোন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বার বার সংযোগ স্থাপন করা হয় এবং অন্যান্য অবস্থাকে অপরিবর্তিত রাখা হয়, তাহলে এদের সংযোগটি দৃঢ়তর হয়। আবার যদি কয়দিন কোন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন না করা হয়, তাহলে তাদের সংযোগটি শিথিল হয়ে পড়ে। তাহলে বলা হল অনুশীলনই উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগকে দৃঢ়তর করে।

② **প্রস্তুতির সূত্র:-** কোন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভর করে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতির উপর। যদি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি থাকে তাহলে তার কাছে সেগুলো-কাজটি তৃপ্তিদায়ক হবে এবং এই কাজটি তাকে করতে না দিলে সে বিরক্ত বোধ করবে। আবার শিক্ষার্থীর যদি এই সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রস্তুত না থাকে তাহলে সে কোন অবস্থাতেই এই কাজটি করতে চাইবে না, জোর করে করতে দিলেও শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় না।

③ **ফললাভের সূত্র:-** থর্নডাইকের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগটি যদি মানুষ কিংবা কোন প্রাণীর কাছে তৃপ্তিদায়ক বা সন্তোষজনক হয়, তাহলে সেই সংযোগটি তার মনে রেখাপাত করে এবং অনেকদিন স্থায়ী হয়। আবার এই সংযোগটি যদি প্রাণীর কোনো কাছে সন্তোষজনক না হয়, তাহলে এটি ক্রমশঃ শিথিল হতে হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

*Suggested Reading:

মনোবিজ্ঞান প্রসঙ্গ: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

Scanned with CamScanner

৩.৪. অমূল ও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের পার্থক্য উল্লেখ কর।

Ans→ কোনো সংবেদনের অপব্যাখ্যার ফলে যে বিকৃত প্রত্যক্ষ ঘটে, তাকে ভ্রম প্রত্যক্ষ বা অধ্যাস বলে। যেমন শুক্তিতে রজত ভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম ইত্যাদি। প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম প্রত্যক্ষেরই কিছু মিল ও অমিল আছে।

যথার্থ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে বাস্তবের মিল থাকে, কিন্তু ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বাস্তবের সঙ্গে মিল থাকে না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে বস্তুত পক্ষে আছে রজ্জু বা দড়ি। কিন্তু উদ্দীপক রজ্জুর ভুল ব্যাখ্যার ফলে আমরা তাকে সর্প বা সাপরূপে প্রত্যক্ষ করি।

অন্যদিকে যে প্রত্যক্ষের বাস্তব ভিত্তি নেই, বাহ্যিক কোনো উদ্দীপকের ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়ার ফলে সংবেদন ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন করে না, অথচ কোনো বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় সেই প্রত্যক্ষকে অমূল প্রত্যক্ষ বলে। রাত্রিকালীন স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্ন অমূল প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত। মানসিক রোগ গ্রস্ত বা অস্বাভাবিক ব্যক্তির এইরকম প্রত্যক্ষ হতে পারে।

অমূল প্রত্যক্ষ ও ভ্রম প্রত্যক্ষ – উভয় প্রত্যক্ষের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। উভয়েই অযথার্থ প্রত্যক্ষ। কিন্তু ভ্রম প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কোনো বাহ্যিক উদ্দীপক থাকে। এই উদ্দীপক কোনো বাহ্যিক ঘটনা বা পদার্থ হয়ে থাকে। কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কোনো বাহ্যিক বস্তু উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে না বা উপস্থিত থাকে না। ভ্রম প্রত্যক্ষ হল কোনো বাস্তব সংবেদনের অপব্যাখ্যা, কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষ সাধারণত মানসিক ও শারীরিক কারণে ঘটে থাকে। অমূল প্রত্যক্ষ সার্থক ও নঞর্থক হতে পারে। সম্মোহিত অবস্থায় সম্মোহিত ব্যক্তি তার সামনে অনুপস্থিত কোন ব্যক্তিকে দেখতে পায় — এটি সার্থক অমূল প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত। নঞর্থক অমূল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে হল সম্মোহিত ব্যক্তি নিজের পরিচয় ভুলে যায়।

Scanned with CamScanner

10.৪. প্রত্যক্ষ সম্পর্কে গেস্টাল্ট মতবাদ উল্লেখ কর। P

Ans→ (ক) (জার্মান শব্দ 'গেস্টাল্ট' কথাটির প্রকৃত অর্থ হল সমগ্রতা বা সংগঠন এবং আকার বা নকশা। এই মতবাদকে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আছেন — কোহলার, কাফকা, ভের্থাইমার নামে তিনজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী। এই তিন জনকেই গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানী হিসেবে অভিহিত করা হয়।)

আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশ্বজগৎ বিচিত্র বস্তু সম্ভারে পূর্ন। যখন আমাদের ইন্দ্রিয় কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন আমাদের মধ্যে একটি চেতনার সৃষ্টি হয়। সেই চেতনাই হল সংবেদন আর সংবেদনের ব্যাখ্যাত রূপ হল প্রত্যক্ষন। এই প্রত্যক্ষনের মাধ্যমেই আমরা বস্তু বা বিষয়ের পরিচয় লাভ করি। কিন্তু প্রশ্ন হল আমরা কেমন কিছু প্রত্যক্ষ করি কীভাবে? কতকগুলো বিচ্ছিন্ন বস্তুর সমষ্টি হিসাবে না সামগ্রিক ভাবে?

ঐ গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে আমরা কোন কিছুকে প্রত্যক্ষ করি সামগ্রিক ভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টি হিসেবে নয়। তাঁরা বিভিন্ন গবেষনার মাধ্যমে প্রমান করেছেন যে। বিভিন্ন বস্তুকে সামগ্রিক ভাবে দেখা মানুষের স্বভাবগত ধর্ম।

(খ) (প্রত্যক্ষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গেস্টাল্ট বাদীরা দুটি মৌলিক সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। এদের একটি হল মূর্তি এবং অন্যটি হল পটভূমি। গেস্টাল্ট বাদীরা বলেন, আমাদের সংগৃহীত সমস্ত অভিজ্ঞতা বিভিন্ন বস্তুর সমষ্টি নয়, এটি সামগ্রিক বিষয়। এই সামগ্রিক অভিজ্ঞতার কিছু অংশের পরিচয় আমরা মূর্তি হিসেবে এবং কিছু অংশের পরিচয় পটভূমিকা হিসেবে জানতে পারি। আমরা যখন কোনো কিছুকে প্রত্যক্ষ করতে যাই তখন আমাদের প্রত্যক্ষের বস্তুটি বিশেষ কোন একটি পটভূমিকায় রেখে সেটিকে একটি মূর্তি হিসাবে প্রত্যক্ষ করি। আমরা যখন পাহাড় পর্বত দেখতে যাই — তখন তা আকাশের পটভূমিকাতেই প্রত্যক্ষ করি। তবে পটভূমির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটিও পরিবর্তন হয়ে থাকে। আবার মূর্তিটির পরিবর্তন হলে প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হয়।)

Scanned with CamScanner

বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন আমাদের মধ্যে এক ধরনের উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এই উদ্দীপনা যখন স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছায় তখন সেটি সম্বন্ধে একটি চেতনা জন্মায়। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সংযোগ ঘটার ফলে যে মানসিক পরিবর্তন হয় বা প্রাথমিক অবগতি আসে তাকেই সংবেদন বলে। বাইরের জগতের যে বস্তুটি আমাদের মনে এই প্রতিক্রিয়া বা চেতনার সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় উদ্দীপক। এই উদ্দীপকের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হল সংবেদন। উদ্দীপক হল সংবেদনের উৎস উদ্দীপক না থাকলে সংবেদন হয় না। উদ্দীপক বাহ্য জগতের কোন বস্তু হতে পারে আবার দেহের আভ্যন্তরীণ কোন কিছুর পরিবর্তন উদ্দীপক অনুসারে কাজ করতে পারে। বাহ্য জগতের আলোক রশ্মি আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপর পড়ার ফলে সেই উদ্দীপনা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয়ে তবে সংবেদনের সৃষ্টি করে। আর দেহের অভ্যন্তরের খাদ্য পাকস্থলীর পেশীর সংকোচনের ফলে ক্ষুধারূপ দৈহিক সংবেদনের সৃষ্টি করে।

P16.Q. মনের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

Ans-> মনোবিজ্ঞানীরা মনের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন, যথা- চেতনস্তর, অবচেতন স্তর এবং অচেতন বা নির্জ্ঞান স্তর। যে বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকি অর্থাৎ সে বস্তু বা বিষয়টি আমাদের চেতনার কেন্দ্র স্থলে থাকে- তাকে বলা হয় চেতনস্তর। চেতন স্তর সব সময়ে বাস্তব জগতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলে। শৃঙ্খলা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক দিক থেকে ভালো - মন্দের অনুভূতিই হল চেতন স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্টাউট, স্যালি প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীর মতে মনের যে স্তরটি চেতনার কেন্দ্রস্থল থেকে চেতনার প্রান্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাকে বলা হয় অবচেতন স্তর। মনোবিজ্ঞানী জেমস্ এর চেতন মনকে চেতনার প্রান্তদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। এই স্তরটি চেতনার কেন্দ্রস্থলে বিরাজ না করলেও চেতনার ক্ষেত্র বহির্ভূত নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা নানা গবেষণার ফলে চেতনার তলে একটি গভীরতর স্তরের সন্ধান পেয়েছেন। এটি হল অচেতন বা নির্জ্ঞান স্তর। এই অচেতন স্তরটি মনের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে অবস্থান করে।

Scanned with CamScanner

এর সঙ্গে বাইরের জগতের কোন সম্পর্ক নেই। চেতনা বহির্ভূত এই স্তরটি হল আদিম কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তি প্রভৃতি - প্রক্ষোভের প্রধান আশ্রয়স্থল। এটি সম্পূর্ণ আত্ম কেন্দ্রিক। বাইরের জগতের যে সমস্ত ইচ্ছা, আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি লাভ করা সম্ভব নয় - সেই সমস্ত ইচ্ছা চলে তবে অচেতন মনে আশ্রয় নিয়ে মানুষের জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং গোপন প্রেরণা হিসাবে কাজ করে।

Scanned with CamScanner

Q. Explain and examine Freud's theory of Dreams
Or "Dreams are Wish - fulfilments" — Discuss.

স্বপ্ন সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও বিচার কর।

~~→ ফ্রয়েড ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তার বিখ্যাত গ্রন্থ The Interpretation of Dreams~~

→ ফ্রয়েড ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Interpretation of Dreams' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি স্বপ্ন সম্বন্ধে এক অভিনব মতবাদ প্রবর্তন করেন। আধুনিক লেখকদের মতে স্বপ্ন সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষকবাদী ফ্রয়েডের এ মতবাদকে নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী বলা চলে। তার মতবাদের বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ —

স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের মনের নির্জ্ঞান স্তর সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায়, স্বপ্ন ছাড়া obsession, mania ইত্যাদির মধ্য দিয়েও নির্জ্ঞান স্তর প্রকাশ পায়, কিন্তু যেহেতু স্বপ্নই এমন একটি জিনিস যা সকলেই দেখে থাকেন, সেহেতু অন্যান্য মানসিক অবস্থার তুলনায় স্বপ্নের মাধ্যমেই নির্জ্ঞান স্তর সম্পর্কে আমরা অধিক জ্ঞান অর্জন করতে পারি।

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নের কাজ হল আমাদের নিদ্রাভঙ্গ না করে নিদ্রাকে রক্ষা করা। যদি স্বপ্ন আমরা না দেখতাম তাহলে বিভিন্ন অতৃপ্ত ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনের মধ্যে তীব্র ও স্বরূপ হয়ে দাঁড়াত, অস্থিরতা সৃষ্টি করে ঘুমের। তাই ফ্রয়েড বলেছেন Dream is the gurdain of sleep.

স্বপ্নের দুটি দিক আছে — একটি তার ব্যক্তরূপ এবং অপরটি তার অব্যক্তরূপ। আমরা স্বপ্নাবস্থায় যেগুলি দেখি এবং অন্যের কাছে স্বপ্নটিকে যেভাবে বর্ণনা করি তাই হল স্বপ্নের ব্যক্তরূপ। কিন্তু প্রতিটি স্বপ্নের অন্তরালে যে অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষা বর্তমান এবং যা কেবল মনঃসমীক্ষণের দ্বারাই আবিষ্কার করা যায় তা হল স্বপ্নের অব্যক্তরূপ।

ফ্রয়েডের স্বপ্ন সম্পর্কিত মতবাদের মূলবক্তব্য হল — আমাদের অতৃপ্ত কামনা - বাসনাই স্বপ্নে পরিতৃপ্তির সন্ধান করে। ব্যক্তির জীবনের যে সকল ইচ্ছা সাধারণত জাগ্রত অবস্থায় প্রতিকূলতাতে পড়ে পরিতৃপ্ত হতে পারে না, স্বপ্নের মাধ্যমে

Scanned with CamScanner

সেগুলিকে পূরণ হয়। ধরা যাক একজন ব্যক্তি কোন কারণে ব্যাংকে গেলে এবং সেখানে সে অনেকগুলো তাজা টাটকা নোট দেখল এবং মনে মনে তার বাসনা হল যদি ঐ সমস্ত নোটগুলো সে একবার পেত তাহলে কি মজাই না হত। কিন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের ফলে ওগুলি আত্মসাৎ করার ইচ্ছা সে দমন করল পরে হয়ত সে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখল - তার এক ধনী আত্মীয় মারা গিয়েছেন এবং মৃত্যুকালে তিনি তাকে কুবেরের সম্পত্তি উইল করে ~~[illegible]~~ গিয়েছেন। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি প্রচুর অর্থ পেতে চেয়েছিল এবং স্বপ্নাবস্থায় অর্থ প্রাপ্তিরই সে স্বপ্ন দেখল। এই প্রকার ইচ্ছার পূরণকে বলা হয় — "direct fulfilment of repressed dishes" (অবদমিত ইচ্ছার সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ উপায়ে পূরণ)

শিশুদের যে সব ও বাসনা অপূর্ণ থাকে সেগুলো তারা অবদমন করে না। সুতরাং স্বপ্নের মাধ্যমে ~~[illegible]~~ সোজাসুজি বা প্রত্যক্ষভাবে ঐ বাসনাগুলি পূর্ণ হয়েছে বলে স্বপ্ন দেখে। যেমন একটি শিশু অধিক রাতে হঠাৎ সন্দেশ খেতে চাইল বাড়িতে সন্দেশ নেই, কিনে আনার সুবিধাও নেই। তার মা তাকে মিষ্টি কথায় বোঝাল। কিন্তু সে শান্ত হল না, মা রেগে গিয়ে তাকে মার দিল শেষ পর্যন্ত শিশুটি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে হয়ত সে স্বপ্ন দেখল যে তার মাসীমা তাদের বাড়িতে এসেছেন এবং তার জন্য একটি সন্দেশের বাক্স এনেছেন। এরূপ স্বপ্নকে বলা যায় "direct fulfilment of unrepressed dishes."

অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিণত বয়সের লোকদের মধ্যে স্বপ্নে 'indirect fulfilment of repressed dishes' (অবদমিত ইচ্ছার পরোক্ষ উপায়ে পূরণ) ঘটে থাকে। ফ্রয়েডের নিজের দেওয়া একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। একবার এক অবিবাহিত তরুণী স্বপ্নে দেখেন যে তার দিদির একটি সুন্দর পুত্র মরেছে। তিনি তার দিদির পুত্রকে খুবই স্নেহ করতেন।

সুতরাং তার মৃত্যু কখনও তার কাম্য হতে পারে না। ফ্রয়েড তার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে স্বপ্নের অব্যক্ত-স্বরূপ তথা প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ঘাটন করেন। ফলে নিম্নলিখিত তথ্যটি প্রকাশ পায় - তরুণীটি একটি যুবকের প্রতি প্রণয়াসক্ত ছিল। কিন্তু তাদের মিলনের পথে অনেক বাধা ছিল এমনকি দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত সামাজিকভাবে স্থগিত ছিল। তরুণী কয়েকবার ঐ যুবককে কেবলমাত্র দূর থেকে দেখবার সুযোগ লাভ করেছিল, পূর্বে ঐ তরুণীটির ঐ ভগ্নীর অপর এক ছেলের মৃত্যু হয়েছিল এবং তখনই যুবক শোক জ্ঞাপন করতে এসেছিল। কাজেই তরুণীটি আশা করেছিল (অবশ্য নির্জ্ঞান ভাবে) যে এই ছেলেটির যদি মৃত্যু হয়, তবে খুব সম্ভব ঐ যুবক সমবেদনা জানাতে আসবে এবং তাকে দেখবার সুযোগ আবার মিলবে। ~~নির্জ্ঞানই~~

নির্জ্ঞানের বাসনা যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন নিজেদের স্বরূপ আবৃত করে রাখবার জন্য কতকগুলি প্রতীক বা Symbol-এর সাহায্য গ্রহণ করে। ফ্রয়েড বিভিন্ন প্রতীকের এক বিরাট তালিকা দিয়েছেন। আমরা তার দু-একটি উল্লেখ করতে পারি। রাজা-রানি, পিতা-মাতার প্রতীক; সাপ, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি পুরুষের প্রতীক; জাহাজ, বাক্স ইত্যাদি নারীদের প্রতীক।

যে সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ স্বপ্নের প্রকৃত অংশকে লুকিয়ে রাখে ছদ্মবেশ ধারণ করে, এই ছদ্মবেশ ধারণের কাজকে বলা হয় Dream Work। অজ্ঞাত বিভিন্ন বাসনাকে নানারকম প্রক্রিয়া ও অব্যক্ত আকারের রূপ দেয় এবং তার সংমিশ্রিত করে একটি সংক্ষিপ্ত অবয়ব দেয় এবং তার ফলে ব্যক্ত অংশ অদ্ভুত মনে প্রতীত হয়। স্বপ্নে যে লোককে বেঁটে অন্ধ ও খোঁড়া দেখা গেল সে হয়ত আমাদেরই পরিচিত একজন বেঁটে, একজন অন্ধ ও একজন খোঁড়া — এই তিন ব্যক্তির প্রতিনিধি। এটি ~~সংক্ষেপণ~~ সংশ্লেষণের পরিণাম। Displacement বা অভিক্রান্তি প্রক্রিয়ার ফলে যেটি অব্যক্ত অংশের প্রধান বিষয় তার উপর গুরুত্ব আরোপ না করে একটি অপ্রধান বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং ফলে ব্যক্ত অংশে প্রকৃত ইচ্ছা সহজে ধরা পড়ে না। স্বপ্নে

Scanned with CamScanner

যথার্থ নীতি অনুসারে খেলো একটা জানালার কাচ ভেঙে চুর হল না। অথচ যে হল সামান্য একটা জিনিস কেতে, যেমন টিফিনবাক্সের ঢাকনা খোলা ভেঙে চুর হল না। কিন্তু নীতিবিদের গায়ে বসে থাকা ভারি গোলা ভেঙে দুই টুকরো হওয়ার উপক্রম হল। এটি স্বপ্নের অতিক্রান্তি। আবার স্বপ্ন প্রতিরূপ গুলি অনেকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে Dramatisation প্রক্রিয়ায় নিজেদের প্রকাশ করে। যেমন - ঘৃণা বা অহংকার ভাব। এইভাবে একটি স্বপ্নে চিত্রকাকে দেখলো সাপ ও — টাকা সাপ, ঘৃণিত লোকটি ঘরের উপর একটা ধূলো ময়লাদের মধ্যে পুরুষের মাথা দেখা গেল। ধর্মের কাহিনীর মধ্যে এরূপ দেখা যায়।

ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব আধুনিক চিন্তা জগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নাই। একথাও সত্য যে, অবদমিত দুঃখ স্বপ্নের মধ্যে পরিতৃপ্তি খোঁজে এবং কোন কোন স্বপ্নে অবদমিত যৌন কামনার প্রকাশ ঘটে তা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তথাপি ফ্রয়েডের মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা চলে না।

সকল স্বপ্নই অবদমিত যৌন কামনার প্রতীক বা পরোক্ষ পূরণ নয়। যখন আমরা চোর বা যুদ্ধের স্বপ্ন দেখি, সমালোচকদের মতে তার মধ্যে কোন যৌন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তাছাড়া ফ্রয়েডের মতবাদকে পুরোপুরি সত্য হতে হলে। অন্যান্য স্বপ্ন সম্বন্ধীয় মতবাদগুলি যে ভ্রান্ত তা ফ্রয়েডের প্রমাণ করা উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু ফ্রয়েড তা করেননি, সে হেতু তার মতবাদটি সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য — একথা জোর করে বলা চলে না। মোট কথা, ফ্রয়েড আমাদের কিছু কিছু স্বপ্ন তার মতবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হলেও সকল স্বপ্নের ক্ষেত্রে এ তার মতবাদ প্রযোজ্য নয়।

Suggested Reading:

1) A great experiment in Psychology — Knight and Knight.

2) স্বপ্নবিন্যাস — সুষমা মিশ্র ও মহেন্দ্রনাথ মিশ্র।